মুজিবনগর মোনাখালীতে স্বামী- সংসার হারিয়ে দিশেহারা কিশোরী

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামে স্বামী সংসার হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে এক কিশোরী। মেহেরপুর সদর উপজেলা রাজিব নামের এক যুবক যৌতুক দিতে না পারায় ঐ কিশোরীকে জোরপূর্বক তালাক দিতে বাধ্য করেছে।

সেই সাথে বিয়ের সময় ২ লাখ ১০ হাজার টাকা নিলেও তালাকের সময় সেটা ফেরোত দেওয়ার কথা থাকলেও দেয়নি। তালাকের তিন দিনের মাথায় পূর্ব থেকে সম্পর্ক থাকা চুয়াডাঙ্গা থেকে এক মেয়েকে নিয়ে এসে রাজিব বিয়ে করে।

এ বিষয়ে অসহায় কিশোরীর পিতা আরফিন মোল্লা জানান, আবাবাস আলীর ছেলে রাজিবের দাদা দাদির বাড়ি মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামে হলেও সে ছোট থেকে মোনাখালী বসবাস করে আসছে।

সেখানেই বছর দেড়েক আগে আমার মেয়ে রজনীর সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ে সময় সেনাবাহিনীর চাকরি পাবে বলে ২ লাখ ১০ হাজার টাকা রাজিবকে দেওয়া হয়। পরে সে চাকরি না পেয়ে ট্রাক চালানো শুরু করে। এসময় সে বিভিন্ন নেশার সাথে জড়িয়ে পড়ে। বিয়ের কয়েক মাসের মাথা আমার মেয়েকে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সে প্রচুরৃ মারধর করতো। বিভিন্ন সময় আমাদের কাছে টাকা দাবি করতো। দিতে না পারলে আমার মেয়েকে মারতো।

কিশোরী রজনী বলেন, বিভিন্ন সময় টাকার দাবিতে কারনে অকারনে আমাকে মারধর করতো। আমাকে বিয়ে করার পর সে অন্য একটা মেয়ের সাথে পরকিয়া করতো। কিছু বলতে গেলে আমাকে বেদড়ক মারধর করতো। একরাতে সে আমাকে মেরেফেলতে চেয়েছিল। আমার গলায় ফাস লাগিয়ে ধরে ছিল পরে কোনমতে আমি বেচে গিয়ে বাড়িতে খবর দিই।

গত জুন মাসের ২৪ তারিখে আমার বাড়ি থেকে লোকজন আসলে রাজিব তাদের বলে আমাকে তালাক দিয়ে বাড়ি থেকে বের হতে হবে। এসব কথাই রাজিবের পরিবারের লোকজন সম্মতি জানায়ে আমাকে জোর শুরু করে।

আমি আমদের দেওয়া টাকার কথা বললে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে রাজিবের পিতা ও রাজিব বলে, তোদের টাকা পেয়ে যাবি আগে তালাক দে। কোন উপায় না পেয়ে তাদের চাপের মুখে আমি তালাক দিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু আজা পর্যন্ত আমাদের সে কোন টাকাই ফেরত দেয়নি। টাকা চাইলে বিভিন্ন তালবাহানা করে ও হুমকি দেয়। এ বিষয়ে অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি কর্েও লাভ হয়নি।

এ বিষয়ে রাজিব সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, রজনীরা আমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ করেছে তা সঠিক নয়। রজনী নিজে আমাকে তালাক দিয়েছে। টাকার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, রজনীরা আমার কাছে টাকা পাবে, চাকরি পাবো বলে তাদের কাছে থেকে টাকা নেওয়অ হয়েছে। এখন আমার কাছে কোন টাকা নেই। টাকা পেলে তাদের টাকা শোধ করে দেবো।

পরকিয়ার কথা জানতে চাইলে তিনি আমতা আমতা করে বলেন, আমার সাথে কারও প্রেমের সম্পর্ক ছিল না । আমার তালাকের ১৫ দিন পর আমি বিয়ে করেছি।

:মতুর্জা ফারুক রুপক

গাংনীতে ধর্মীয় উসকানী ও রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকান্ডের অভিযোগে যুবক আটক (ভিডিও সহ)

মেহেরপুরের গাংনীতে ধর্মীয় উসকানী ও রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকান্ডের অভিযোগে মাসুম বিল্লাহ (২৩) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত’র বিরুদ্ধে সোমবার গাংনী থানার এস আই হাবিবুর রহমান বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছে। মাসুম বিল্লাহ গাংনী উপজেলার কল্যানপুর গ্রামের মকলেচুর রহমানের ছেলে।

গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান,ধর্মীয় উসকানী মুলক অপপ্রচার ও প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে আক্রমনাতœক ভাষায় রাষ্ট্রের সুনাম ক্ষুন্ন,জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করে প্রোপাগন্ডা এবং ইসকনের মাধ্যমে বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদের শাসন চলছে মর্মে প্রচারনার অভিযোগে মাসুম বিল্লাহকে গ্রেফতার করা হয়।

এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে যার নং ২৪ তাং ২৮-১০-১৯ ইং।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই বিশ্বজিৎ দাবি করে বলেছেন, মাসুম বিল্লাহ শশুর নুরালের বাড়ি থেকে রবিবার তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এবং সেখান থেকে ল্যাপটপ মোবাইল জব্দ করা হয়েছে।
-গাংনী প্রতিনিধি

মেহেরপুরে ছাদ থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু।

মেহেরপুরে ছাদ থেকে পড়ে জিসান নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। জিসান শহরের হঠাৎপাড়ার কটার ছেলে। জিসানের পরিবার থেকে জানাই, সকালের দিকে তার সমবয়সী কয়েকজন শিশুকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী মোক্তার হোসেনের বাড়ির ছাদে খেলা করছিল। এ সময় জিসান যে কোন ভাবে নিচে পড়ে মারাত্মক আহত হয়। এসময় স্থানীয়রা তাকে মেহেরপুর জেনরেল হাসপাতালে নিয়ে আসে।

পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে রেফার্ড করা হয়। রাজশাহীল উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পর কুষ্টিয়াতে পৌছলে তার অবস্থার অবনতি হলে জরুরী ভিত্তিতে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে নেওয়া হয়। সেখানে জিসানের মৃত্যু হয়।

আগামীকাল সকালে তার দাফন সম্পন্ন হবে বলে জিসানের পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন। এদিকে তার মুত্যুতে পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মেহেরপুর শহরের ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সম্মেলন

মেহেরপুর শহরের ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সন্ধায় ৩নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের আয়োজনে মেহেরপুর কাথুলি বাসস্ট্যান্ড মোড়ে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে সর্বসম্মতিতক্রমে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস কে সভাপতি ও আবু জাহিদ মোহাম্মদ তারিক কে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষনা করা হয়।

৩নং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আ. রাজ্জাক এর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যা. ইব্রাহীম শাহিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক ইকবাল হোসেন বুলবুল, কোষাধক্ষ্য সিরাজুল ইসলাম, শহর আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল, সদস্য আব্দুল্লাহ আল মামুন, ৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জাফর ইকবাল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা রাহিনুজ্জামান পোলেন।

:নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে জেলা পুলিশের উদ্যোগে রোড ডিভাইডার স্থাপন

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ডিভাইডার স্থাপন করা হয়েছে। রবিবার সন্ধায় শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই রোড ডিভাইডার স্থাপন করা হয়।
দুর্ঘটনা প্রতিরোধে শহরের কলেজ মোড় থেকে বিআরটিসি কাউন্টার পর্যন্ত রোড ডিভাইডারের মাধ্যমে প্রধান সড়ককে দুইভাগে বিভক্ত

করা হয়েছে।

এসময় টি আই ১ ইসমাইল হোসেন বলেন, মেহেরপুর শহরকে জানজট ও দুর্ঘটসা মুক্ত করতে জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে রোড ডিভাইডার স্থাপন করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান, টি আই ২ গোলাম মুজতবা, এটিএসআই আমিরুল, মোস্তাফিজুর প্রমুখ।

:নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীতে ঘুষ না দেওয়ায় অন্ধ হাসিনার ভিজিডি কার্ড কাটলেন ইউপি সদস্য

মেহেরপুরের গাংনীতে ২ হাজার টাকা ঘুষ না দেওয়ায় ভিজিডি কার্ড হারালেন হাসিনা খাতুন নামের এক অন্ধ মহিলা। আর এ অভিযোগে তীর উঠেছে ধানখোলা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য ও জামায়াত নেতা তৌহিদী হাসান নিলুর বিরুদ্ধে।

অন্ধ হাসিনা খাতুন ধানখোলা ইউপির কসবা গ্রামের মামুনুর রশিদের স্ত্রী। অন্ধের ভিজিডি কার্ড কেটে দেওয়ায় এলাকায় নানা সমালোচনার মুখে পড়েছে ইউপি সদস্য তৌহিদী হাসান নিলু।

অন্ধ হাসিনা খাতুন জানান, ইতোপূর্বে জেলা প্রশাসক পরিমল সিংহ স্যারের সুপারিশে ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান ৩০ কেজি চাউলের একটি ভিজিডি কার্ড করে দেন। কিন্তু গত কয়েক মাস আগে কসবা গ্রামের ৬ নং ওয়ার্ডের মেম্বর তৌহিদী হাসান নিলু ২ হাজার টাকা দাবি করে। টাকা না দেওয়ার কারণে আমার ভিজিডি’র কার্ড কেটে দিয়েছেন।

এ ব্যপারে ইউপি সদস্য তৌহিদী হাসান নিলু জানান, আমি অন্ধ হাসিনার কাছে টাকাও চাইনী এ ব্যপারে কিছু জানিওনা।

ধানখোলা ইউপি আওয়ামীলীগের সভাপতি আলী আজগর জানান, হাসিনা অন্ধ ও গরিব মানুষ তার ভিজিডি’র কার্ড কাটা ঠিক হয়নী। তাছাড়া ইউপি সদস্য তৌহিদী হাসান নিলু স্থানীয় জামায়াত নেতা। বর্তমানে কতিপয় লোকজনের সাথে মিশে আওয়ামীলীগ সাজার চেষ্টা করে।

ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান জানান, ইউপি সদস্য তৌহিদী হাসান নিলু’র ওয়ার্ডের বিষয়। কি ঘটনা ঘটেছে সে ভালো বলতে পারবে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনী জানান, টাকার জন্য অন্ধ মহিলার কার্ড কেটে দিয়েছে এটা কোন ভাবেই মেনে নেয়া যায়না। অবশ্যই এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

– নিজস্ব প্রতিবেদক

টাইম স্কেল পাইয়ে দিতে ঘুষ চাইলেন ১০ লাখ টাকা

মেহেরপুরের মুজিবনগর সরকারী ডিগ্রী কলেজের ১১জন প্রদর্শক ও কর্মচারীর প্রাপ্য টাইম স্কেল দিতে গড়িমসি ও উৎকোচ চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (অতি. দায়িত্ব) আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

এ কাজ পাইয়ে দিতে ১০ লাখ টাকা ঘুষ চেয়েছেন ভুক্তভোগীদের কাছে ঘুষ না দেওয়ায় কাগজপত্রের নানা ত্রুটি দেখানো হচ্ছে।

জানা গেছে, ‘আত্মিকরণ বিধিমালা ২০০০’ অনুযায়ী শিক্ষা অধিদপ্তর ২০১৮ সালের ১লা আগষ্ট এই টাইম স্কেল অনুমোদন করে। এই আদেশের ভিত্তিতে শিক্ষা অধিদপ্তর সহ সারাদেশের ১২ টি কলেজের ১৩০ জন চাকুরীজীবী এই প্রাপ্যতা অর্জন করেন। এরই মধ্যে অনুমোদিত টাইম স্কেল প্রায় সকলে পেয়ে গেলেও মুজিবনগর সরকারী ডিগ্রী কলেজের ১১জন প্রদর্শক-কর্মচারী তাদের প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

বঞ্চিতরা হচ্ছেন- পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রদর্শক

হাসানুজ্জামান, রসায়ন বিভাগের প্রদর্শক ওহিদুল ইসলাম, শরীর চর্চা শিক্ষক মো;আব্দুল হানিফ, কোষাধাক্ষ্য আকরাম আলী, অফিস সহকারি আসাদুল হক, অফিস সহায়ক আফাজ উদ্দিন, অফিস সহায়ক ফেরদৌস হাসান, মালি আজিম উদ্দিন জোয়ার্দার, পরিচ্ছন্নতা কর্মী আব্দুল খালেক, আয়া জেরিনা খাতুন, আয়া সুফিয়া খাতুন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরের আওতাধীন অফিস এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানের প্রদর্শক ও তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারীদের টাইম স্কেল মঞ্জুর করে। যার স্বারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১০১.৩৯.০০১.১৮-৩৫২২৯/৬২, তারিখ-০১.০৮.২০১৮ ।

এক বছর দুই মাস আগের একটি সরকারী বৈধ আদেশ থাকা সত্বেও এই ১১ জন কর্মচারী তাদের ন্যায্য প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন । মাঝে উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকতা হিসাবে ২/৩ জন স্বল্পকালীন সময়ে বদলি হয়ে যান। এখন আবার বর্তমান দায়িত্ব প্রাপ্ত হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার ঘুষের খপ্পড়ে পড়ে বিষয়টি ঝুলে আছে।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী প্রদর্শক হাসানুজ্জামান ও ওহিদুল ইসলাম জানান, বিভিন্ন কলেজের টাইম স্কেল প্রাপ্তরা তাদের প্রাপ্য পেয়ে গেলেও মুজিবনগর উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার গুরত্বহীনতার কারণে আমরা পাচ্ছিনা। কাগজপত্রের ত্রুটি দেখিয়ে দিনের পর দিন

ঘোরাচ্ছেন এবং ১০ লাখ টাকা দিলে কাগজপত্র ঠিক করে টাইম স্কেল পাওযার ব্যাপারে কাজ করবেন বলে ঘুষ দাবি করেন (ঘুষ চাওয়ার রেকর্ড প্রতিবেদকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে)।
তিনি আরো জানান, খুলনার দাকোপ কলেজ, নড়াইলের লোহাগড়া সরকারি আদর্শ

মহাবিদ্যালয়, ফরিদপুরের বীরশ্রেষ্ঠ আব্দুর রউফ কলেজসহ প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের স্টাফরা টাইম স্কের পেযেছেন কিন্ত আমরা পাচ্ছিনা এর জবাব হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কাছে জানতে চাওয়া হলে হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা রূঢ় হয়ে বলেন, সেসব স্থানে বদলি হয়ে বেতন ভাতা তোলেন।

কাগজ পত্রের ত্রুটির কথা বলছেন আবার টাকা দিলে সেগুলো বৈধ হযে যায় কিভাবে এমন প্রশ্ন করলে তিন চুপ থাকেন বলে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেন। ভুক্তভোগীরা আরো জানান, বিষয় টি নিয়ে জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির কাছে গেলে তিনি নিজেই হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কে ফোন করেন কিন্তু ফোন ধরেন নি। পরে তিনি এ

পি এসের মাধ্যমে মুজিবনগর ইউএনও কে বিষয়টি সমাধানের জন্য নির্দেশ দেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলামের সাথে ঘুষ চাওয়ার কথা যানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রসঙ্গক্রমে আমি টাকা চেয়েছি। তাদের কাগজ পত্রের ত্রুটি আছে যে কারণে এই মুহুর্তে টাইম স্কেল দেওয়ার কাজটি করা যাচ্ছেনা। তবে কাগজপত্র আমি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছি।

সময়মত তাঁরা তাদের পাওনা অর্থ পেয়ে যাবেন।
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমান গনী জানান, বিষয়টি নিয়ে উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার সাথে কথা হয়েছে। যাতে উনারা দ্রুত প্রাপ্ত টাইম স্কেল পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য তাঁকে বলেছি।

নিজস্ব প্রতিনিধি:

মেহেরপুর পুলিশের উদ্যোগে প্রীতি ফুটবল খেলা

মেহেরপুর পুলিশের উদ্যোগে প্রীতি ফুটবল খেলার অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলায় পুলিশ লাইনস একাদশ ৩-০ গোলে থানা একাদশকে পরাজিত করে

শনিবার বিকালে পুলিশ লাইনস মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী খেলার উদ্বোধন ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, সদর থানার ওসি শাহ দারা প্রমুখ।

মুজিবনগরে কমিউনিটি পুলিশিং ডে পালিত

বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে মুজিবনগরে কমিউনিটি পুলিশিং ডে পালন করা হয়েছে।

শনিবার বিকাল তিনটার সময় মুজিবনগর থানা চত্বরে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।

এদিকে, কমিউনিটি পুলিশিং ডে উপলক্ষে আলোচনাসভার আগে “জনতাই পুলিশ,পুলিশিই জনতা” এই শ্লোগানে একটি র্যালী বের করা হয়। মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের নেতৃত্বে র্যালীটি থানা চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের মেন মেন সড়ক প্রদক্ষিন করে পুনরায় থানা চত্বরে এসে শেষ হয়।

উক্ত র্যালীতে মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন,উপজেলা যুবমহিলা লীগের সাধারন সম্পাদক তহমিনা খাতুন,কেদারগন্জ বাজার কমিটির সভাপতি কুতুবউদ্দীন মল্লিক, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আলিফ হোসেনসহ পুলিশের বিভিন্ন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক- শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ অংশ নেন।

মেহেরপুরে ফেন্সিডিলসহ মাদক

ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে ১২০ বোতল ফেন্সিডিলসহ শরিফুল নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। শনিবার মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রাম থেকে থেকে তাকে আটক করা হয়।

শরিফুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার বয়রা গ্রামের মোঃ রেজাউল হকের ছেলে। জেলা গোয়ন্দা পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে শরিফুল ইসলাম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে ১২০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধভর করা হয়।

সে ফেন্সিডিল নিয়ে বরিশালে তারিক নামে একজনকে পৌছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল। এই ব্যাপারে মুজিবনগর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি